

( ৩য় কিস্তি )

আহলেহাদীছ একটি গুণবাচক নাম ও ইজমা :

সালাফে ছালেহীন- এর আছার হ'তে নিম্নে ৫০টি উদ্ধৃতি পেশ করা হ'ল। যেগুলোর মাধ্যমে এটা প্রমাণিত হয় যে, আহলেহাদীছ উপাধি ও গুণবাচক নামটি সম্পূর্ণ সঠিক। আর এর উপরেই ইজমা রয়েছে।

১. বুখারী : ইমাম বুখারী (মৃঃ ২৫৬ হিঃ) 'ত্বায়েফাহ মানছুরাহ' বা সাহায্যপ্রাপ্ত দল সম্পর্কে বলেছেন, **يعني أهل الحديث** অর্থাৎ এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে 'আহলেহাদীছ'। [ 1 ]

ইমাম বুখারী (রহঃ) ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল- ক্বাতানের (মৃঃ ১৯৮ হিঃ) সূত্রে একজন রাবী (বর্ণনাকারী) সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন, **لم يكن من أهل الحديث** 'তিনি আহলেহাদীছদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না'। [ 2 ]

২. মুসলিম : ইমাম মুসলিম (মৃঃ ২৬১ হিঃ) 'মাজরুহ' বা সমালোচিত রাবীদের সম্পর্কে বলছেন, **هم عند أهل الحديث متهمون** 'তারা আহলেহাদীছদের নিকটে (মিথ্যার দোষে) অপবাদগ্রস্ত'। [ 3 ]

ইমাম মুসলিম (রহঃ) আরো বলেছেন, **وقد شرحنا من مذهب الحديث وأهله**, 'আমরা হাদীছ ও আহলেহাদীছদের মাযহাব- এর ব্যাখ্যা করেছি'। [ 4 ]

ইমাম মুসলিম আইযুব আস- সিখতিয়ানী, ইবনে আওন, মালেক বিন আনাস, শু'বাহ বিন হাজ্জাজ, ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল- ক্বাতান, আব্দুর রহমান বিন মাহদী এবং তাদের পরে আগতদেরকে আহলেহাদীছদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত (**من أهل الحديث**) বলে স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। [ 5 ]

৩. শাফেঈ : একটি দুর্বল বর্ণনার ব্যাপারে ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইদরীস আশ- শাফেঈ (মৃঃ ২০৪ হিঃ) বলেছেন, **لا يثبت أهل الحديث مثله**, 'এ জাতীয় বর্ণনাকে আহলেহাদীছগণ প্রমাণিত মনে করেন না'। [ 6 ]

ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেছেন, **إذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث فكأنني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حيا**, 'আমি যখন আহলেহাদীছ- এর কোন ব্যক্তিকে দেখি, তখন যেন আমি রাসূল (ছাঃ)- কেই জীবিত দেখি'। [ 7 ]

৪. আহমাদ বিন হাম্বল : ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (মৃঃ ২৪১ হিঃ)- কে 'ত্বায়েফাহ মানছুরাহ' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হ'লে তিনি বলেন, **إن لم تكن هذه الطائفة المنصورة أصحاب الحديث فلا أدري من هم؟** 'সাহায্যপ্রাপ্ত এই দলটি যদি আছহাবুল হাদীছ (আহলেহাদীছ) না হয়, তবে আমি জানি না তারা কারা'? [ 8 ]

৫. ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল- ক্বাতান : ইমাম ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল- ক্বাতান (মৃঃ ১৯৮ হিঃ) সুলাইমান বিন ত্বারখান আত- তায়মী সম্পর্কে বলেছেন, **كان التيمي عندنا من أهل الحديث**, 'আমাদের নিকট তায়মী আহলেহাদীছদের অন্যতম ছিলেন'। [ 9 ]

হাদীছের একজন রাবী ইমরান বিন কুদামাহ আল- 'আম্মী সম্পর্কে ইয়াহইয়া আল- ক্বাতান বলেছেন, **ولكنه لم يكن من أهل الحديث** 'কিন্তু তিনি আহলেহাদীছদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না'। [ 10 ]

৬. তিরমিযী : আবু যায়েদ নামক একজন রাবীর ব্যাপারে ইমাম তিরমিযী (মৃঃ ২৭৯ হিঃ) বলেছেন, **وأبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث** 'আহলেহাদীছদের নিকটে আবু যায়েদ একজন অজ্ঞাত ব্যক্তি'। [ 11 ]

৭. আবুদাউদ : ইমাম আবুদাউদ আস- সিজিস্তানী (মৃঃ ২৭৫ হিঃ) বলেছেন, عند عامة أهل الحديث ‘সাধারণ আহলেহাদীছদের নিকটে...’। [ 12]

৮. নাসাঈ : ইমাম নাসাঈ (মৃঃ ৩০৩ হিঃ) বলেছেন, ومنفعة لأهل الإسلام ومن أهل الحديث والعلم والفقه ‘ইসলামের অনুসারীগণ, আহলেহাদীছ, আহলে ইলম, আহলে ফিকহ এবং আহলে কুরআন- এর উপকারিতার জন্য’। [ 13]

৯. ইবনে খুয়ায়মাহ : ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইসহাক ইবনে খুয়ায়মাহ নিশাপুরী (মৃঃ ৩১১ হিঃ) একটি হাদীছের ব্যাপারে বলেছেন, لم نر خلافا بين علماء أهل الحديث أن هذا الخير صحيح من جهة النقل, ‘আমরা আহলেহাদীছ আলেমদের মাঝে কোন মতানৈক্য দেখিনি যে, এই হাদীছটি বর্ণনার দিক থেকে ছহীহ’। [ 14]

১০. ইবনু হিব্বান : হাফেয মুহাম্মাদ ইবনে হিব্বান আল- বুসতী (মৃঃ ৩৫৪ হিঃ) একটি হাদীছের উপর নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদ বেঁধেছেন : ذكر خبر شنع به بعض المعطلة على أهل الحديث، حيث حرموا توفيق الإصابة لمعناه، ‘এই হাদীছের বর্ণনা, যার মাধ্যমে কতিপয় মু‘আত্তিলা (নির্গুণবাদী) আহলেহাদীছদের প্রতি দোষারোপ করেছে। কেননা এরা এ হাদীছের সঠিক মর্ম অনুধাবনের তেওঁফিক থেকে বঞ্চিত হয়েছে’। [ 15]

অন্য এক জায়গায় হাফেয ইবনু হিব্বান আহলেহাদীছদের এই গুণ বর্ণনা করেছেন যে، ينتحلون السنن ويذبون ‘তারা হাদীছের প্রতি আমল করেন, এর হেফযত করেন এবং সুন্নাত বিরোধীদের মূলোৎপাটন করেন’। [ 16]

১১. আবু ‘আওয়ানাহ : ইমাম আবু ‘আওয়ানাহ আল- ইসফারাইনী (মৃঃ ৩১৬ হিঃ) একটি মাসআলা সম্পর্কে ইমাম মুযানী (রহঃ)- কে বলেছেন, اختلف بين أهل الحديث ‘এ বিষয়ে আহলেহাদীছদের মাঝে মতভেদ রয়েছে’। [ 17]

১২. ইজলী : ইমাম আহমাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন ছালেহ আল- ইজলী (মৃঃ ২৬১ হিঃ) ইমাম সুফিয়ান বিন উয়াইনা সম্পর্কে বলেন, وكان بعض أهل الحديث يقول هو أثبت الناس في حديث الزهري، ‘কতিপয় আহলেহাদীছ বলতেন যে, তিনি যুহরীর হাদীছ সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী বিশ্বস্ত’। [ 18]

১৩. হাকেম : আবু আব্দুল্লাহ আল- হাকেম নিশাপুরী (মৃঃ ৪০৫ হিঃ) ইয়াহইয়া ইবনে মাসীন (রহঃ) সম্পর্কে বলেছেন، إمام أهل الحديث ‘তিনি আহলেহাদীছদের ইমাম’। [ 19]

১৪. হাকেম কাবীর : আবু আহমাদ আল- হাকেম আল- কাবীর (মৃঃ ৩৭৮ হিঃ) شعار أصحاب الحديث ‘আহলেহাদীছদের নিদর্শন’ শিরোনামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। এই গ্রন্থটির অনুবাদ লেখকের তাহকীক সহ প্রকাশিত হয়েছে। [ 20]

১৫. ফিরইয়াবী : মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ আল- ফিরইয়াবী (মৃঃ ২১২ হিঃ) বলেছেন، رأينا سفيان الثوري بالكوفة وكنا جماعة من أهل الحديث، ‘আমরা সুফিয়ান ছাওরীকে কুফাতে দেখেছি। এমতাবস্থায় আমরা আহলেহাদীছদের একটা জামা‘আত ছিলাম’। [ 21]

১৬. ফিরইয়াবী : জা‘ফর বিন মুহাম্মাদ আল- ফিরইয়াবী (মৃঃ ৩০১ হিঃ) ইবরাহীম বিন মূসা আল- ওয়াযদূলী (রহঃ) সম্পর্কে বলেছেন، وله ابن من أصحاب الحديث يقال له اسحاق ‘তার এক আহলেহাদীছ পুত্র রয়েছে। যার নাম ইসহাক’। [ 22]

১৭. আবু হাতিম আর-রাযী : আসমাউর রিজালের প্রসিদ্ধ ইমাম আবু হাতিম আর-রাযী (মৃঃ ২৭৭ হিঃ) বলেছেন, **واتفاق أهل الحديث على شيء يكون حجة**, ‘কোন বিষয়ের উপরে আহলেহাদীছদের ঐক্যমত হুজ্জাত বা দলীল হিসাবে গণ্য হয়’। [ 23]

১৮. আবু ওবাইদ : ইমাম আবু ওবাইদ কাসেম বিন সাল্লাম (মৃঃ ২২৪ হিঃ) একটি আছার সম্পর্কে বলেছেন, **وقد يأخذ بهذا بعض أهل الحديث**, ‘কতিপয় আহলেহাদীছ এই আছারটি গ্রহণ করেছেন’। [ 24]

১৯. আবুবকর বিন আবুদাউদ : ইমাম আবুদাউদ আস-সিজিস্তানীর অধিকাংশের নিকট বিশ্বস্ত পুত্র আবুবকর বিন আবুদাউদ বলছেন,

**ولا تك من قوم تلهو بدينهم \* فتطعن في أهل الحديث وتقدح**

‘তুমি ঐ লোকদের দলভুক্ত হয়ো না, যারা স্বীয় দীনকে নিয়ে খেল-তামাশা করে। নতুবা তুমিও আহলেহাদীছদেরকে তিরস্কার ও দোষারোপ করবে’। [ 25]

২০. ইবনু আবী আছিম : ইমাম আহমাদ বিন আমর বিন আয-যাহহাক বিন মাখলাদ ওরফে ইবনে আবী আছিম (মৃঃ ২৮৭ হিঃ) একজন রাবী সম্পর্কে বলছেন, **رجل من أهل الحديث ثقة**, ‘তিনি আহলেহাদীছদের অন্তর্ভুক্ত একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি’। [ 26]

২১. ইবনু শাহীন : হাফেয আবু হাফছ ওমর বিন শাহীন (মৃঃ ৩৮৫ হিঃ) ইমরান আল-‘আম্মী সম্পর্কে ইয়াহইয়া আল-কাত্বানের মন্তব্য উদ্ধৃত করেছেন, **ولكن لم يكن من أهل الحديث**, ‘কিন্তু তিনি (ইমরান) আহলেহাদীছদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না’। [ 27]

২২. আল-জাওয়াজানী : আবু ইসহাক ইবরাহীম বিন ইয়াকুব আল-জাওয়াজানী (মৃঃ ২৫৯ হিঃ) বলেছেন, **ثم الشائع**, ‘অতঃপর আহলেহাদীছদের মাঝে প্রসিদ্ধ রয়েছে...’। [ 28]

২৩. আহমাদ বিন সিনান আল-ওয়াসিত্বী : ইমাম আহমাদ বিন সিনান আল-ওয়াসিত্বী (মৃঃ ২৫৯ হিঃ) বলেছেন, **ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث**, ‘দুনিয়াতে এমন কোন বিদ‘আতী নেই, যে আহলেহাদীছদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে না’। [ 29]

প্রতীয়মান হ’ল যে, যে ব্যক্তি আহলেহাদীছদের প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ পোষণ করে অথবা আহলেহাদীছদেরকে মন্দ নামে ডাকে, সে ব্যক্তি পাক্কা বিদ‘আতী।

২৪. আলী বিন আব্দুল্লাহ আল-মাদীনী : ইমাম বুখারী ও অন্যান্যদের উস্তাদ ইমাম আলী বিন আব্দুল্লাহ আল-মাদীনী (মৃঃ ২৩৪ হিঃ) একটি হাদীছের ব্যাখ্যায় বলছেন, **يعني أهل الحديث**, ‘অর্থাৎ তারা হ’লেন আহলেহাদীছ (আছহাবুল হাদীছ)’। [ 30]

২৫. কুতায়বা বিন সাঈদ : ইমাম কুতায়বা বিন সাঈদ (মৃঃ ২৪০ হিঃ) বলেছেন, **إذا رأى الرجل يحب أهل الحديث ... فإنه على السنة**, ‘যদি তুমি কোন ব্যক্তিকে দেখ যে সে আহলেহাদীছদেরকে ভালোবাসে, তবে বুঝবে সে সুন্নাতের উপরে আছে’। [ 31]

২৬. ইবনু কুতায়বা দীনাওয়ারী : বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী মুহাদ্দিছ ইমাম ইবনু কুতায়বা আদ-দীনাওয়ারী (মৃঃ ২৭৬ হিঃ)। ‘তাবীলু মুখতালাফিল হাদীছ ফির রদি আলা আ‘দায়ে আহলিল হাদীছ’ (تأويل مختلف الحديث في الرد على أعداء) নামে একটি গ্রন্থ লিখেছেন। এই গ্রন্থে তিনি আহলেহাদীছ-এর দুশমনদের কঠিনভাবে জবাব প্রদান করেছেন।

২৭. বায়হাকী : আহমাদ ইবনুল হুসাইন আল- বায়হাকী (মৃঃ ৪৫৮ হিঃ) মালেক বিন আনাস, আওয়াঈ, সুফিয়ান ছাওরী, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা, হাম্মাদ বিন যায়েদ, হাম্মাদ বিন সালামাহ, শাফেঈ, আহমাদ বিন হাম্বল, ইসহাক বিন রাহওয়াইহ প্রমুখকে আহলেহাদীছদের অন্তর্ভুক্ত (من أهل الحديث) লিখেছেন। [ 32]

২৮. **ইসমাঈলী :** হাফেয আবু বকর আহমাদ বিন ইবরাহীম আল- ইসমাঈলী (মৃঃ ৩৭১ হিঃ) একজন রাবী সম্পর্কে বলেছেন, لم يكن من أهل الحديث ‘তিনি আহলেহাদীছ ছিলেন না’। [33]

২৯. খতীব: খতীব বাগদাদী (মৃঃ ৪৬৩ হিঃ) আহলেহাদীছদের ফযীলত সম্পর্কে ‘শারফু আছহাবিল হাদীছ’ (شرف أصحاب الحديث) নামে একখানা গ্রন্থ রচনা করেছেন। যেটি প্রকাশিত। ‘নাহীহাতু আহলিল হাদীছ’ (نصيحة أهل الحديث) নামক গ্রন্থখানাও খতীবের দিকে সম্পর্কিত। [ 34]

৩০. আবু নু‘আইম ইস্পাহানী : আবু নু‘আইম ইস্পাহানী (মৃঃ ৪৩০ হিঃ) একজন রাবী সম্পর্কে বলেছেন, لا يخفى على علماء أهل الحديث فسادہ، ‘আহলেহাদীছ আলেমদের নিকটে তার ফাসাদ গোপন নয়’। [ 35]

তিনি বলেছেন, **وذهب الشافعي مذهب أهل الحديث** ‘ইমাম শাফেঈ আহলেহাদীছের মাযহাবের অনুকূলে  
গেছেন’। [ 36]

৩১. ইবনুল মুনিযির : হাফেয মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম ইবনুল মুনিযির আন- নায়সাপুরী (মৃঃ ৩১৮ হিঃ) স্বীয় সঙ্গী-সাথী এবং ইমাম শাফেঈ ও অন্যান্যদেরকে আহলেহাদীছ বলেছেন। [ 37]

৩২. আজুরী : ইমাম আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন আল- আজুরী (মৃঃ ৩৬০ হিঃ) আহলেহাদীছদেরকে নিজ ভাই সম্বোধন করে বলেছেন, نصيحة لإخواني من أهل القرآن وأهل الحديث وأهل الفقه وغيرهم من سائر المسلمين ‘আমার ভ্রাতৃমন্ডলী আহলে কুরআন, আহলেহাদীছ, আহলে ফিকহ এবং অন্যান্য সকল মুসলিমের প্রতি আমার নছীহত’। [ 38]

**সতর্কীকরণ :** হাদীছ অস্বীকারকারীদেরকে আহলে কুরআন বা আহলে ফিকুহ বলা ভুল। আহলে কুরআন, আহলেহাদীছ, আহলে ফিকুহ প্রভৃতি উপাধি ও গুণবাচক নাম একই জামা'আতের নাম। *আল- হামদলিল্লাহ।*

৩৩. ইবনু আব্দিল বার: হাফেয ইউসুফ বিন আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল বার আল- আন্দালুসী (মৃঃ ৪৬৩ হিঃ) বলেছেন, **وقالت طائفة من أهل الحديث** ‘আহলেহাদীছদের একটি দল বলেছে...’। [ 39]

৩৪. ইবনু তায়মিয়া : হাফেয ইবনু তায়মিয়া আল- হার্বানী (মৃঃ ৭২৮ হিঃ) একটি প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন, **الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَمَّا الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ فَمِائِمَانِ فِي الْفَقْهِ مِنْ أَهْلِ الْاجْتِهَادِ. وَأَمَّا مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهَ وَابْنُ خُرَيْمَةَ وَأَبُو يَعْلَى وَالتَّبْرَازُ وَخَوَهُمْ فَهُمْ عَلَى مَذْهَبِ أَهْلِ الْحَدِيثِ. لَيْسُوا مُقَلِّدِينَ لِوَاحِدٍ بَعِيْنِهِ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَلَا هُمْ مِنَ الْأَيْمَةِ الْمُجْتَهِدِينَ** - **সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক। ইমাম বুখারী ও আবুদাউদ ফিকহের ইমাম ও মুজতাহিদ (মুত্বলাক) ছিলেন। পক্ষান্তরে ইমাম মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, ইবনে খুযায়মাহ, আবু ই'যালা, বাযযার প্রমুখ আহলেহাদীছ মাযহাবের উপরে ছিলেন। তারা কোন নির্দিষ্ট আলেমের মুক্বাল্লিদ ছিলেন না। আর তারা মুজতাহিদ মুত্বলাকও ছিলেন না।** [ 40]

**সতর্কীকরণ:** উক্ত বড় বড় মুহাদ্দিছ ইমামগণের সম্পর্কে ইমাম ইবনে তায়মিয়ার এমনটা বলা যে, ‘তারা কোন মজতাহিদ মতলাক ছিলেন না’ অগ্রহণযোগ্য।

৩৫. ইবনে রশীদ : ইবনে রশীদ আল- ফিহরী (মৃঃ ৭২১ হিঃ) ইমাম আইয়ূব আস- সিখতিয়ানী এবং অন্যান্য বড় বড় আলেমদের সম্পর্কে বলেছেন, **من أهل الحديث** ‘তারা আহলেহাদীছদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন’। [ 41]

৩৬. ইবনুল কাইয়িম : হাফেয ইবনুল কবাইয়িম (মৃঃ ৭৫১ হিঃ) স্বীয় প্রসিদ্ধ ‘কাছীদা নূনিয়া’তে লিখেছেন,

يا مبغضا أهل الحديث وشاتما \* أبشر بعقد ولاية الشيطان

‘হে আহলেহাদীছদের প্রতি বিদ্রোহ পোষণকারী ও গালি প্রদানকারী! তুমি শয়তানের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনের সুসংবাদ গ্রহণ কর’। [ 42]

৩৭. ইবনু কাছীর : হাফেয ইসমাইল ইবনে কাছীর আদ- দিমাশকী (মৃঃ ৭৭৪ হিঃ) সূরা বনু ইসরাঈলের ৭১ আয়াতের তাফসীরে বলেছেন, وقال بعض السلف: هذا أكبر شرف لأصحاب الحديث؛ لأن إمامهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ‘কতিপয় সালাফ বলেছেন, আহলেহাদীছদের জন্য এটি সবচেয়ে বড় মর্যাদা। কেননা তাদের ইমাম হ’লেন নবী করীম (ছাঃ)’। [ 43]

৩৮. ইবনুল মুনাদী : ইমাম ইবনুল মুনাদী আল- বাগদাদী (মৃঃ ৩৩৬ হিঃ) কাসেম বিন যাকারিয়া ইয়াহইয়া আল- মুতারিয সম্পর্কে বলেছেন, وكان من أهل الحديث والصدق ‘তিনি আহলেহাদীছ ও সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন’। [ 44]

৩৯. শীরাওয়াইহ আদ- দায়লামী : দায়লামের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ইমাম শীরাওয়াইহ (মৃঃ ৫০৯ হিঃ) বিন শাহরদার আদ- দায়লামী আব্দুস (আব্দুর রহমান) বিন আহমাদ বিন আববাদ আছ- ছাক্বাফী আল- হামাদানী সম্পর্কে স্বীয় ইতিহাস গ্রন্থে বলেছেন, روى عنه عامت أهل الحديث ببلدنا وكان ثقتا متقنا- ‘আমাদের এলাকার আম আহলেহাদীছগণ তার থেকে বর্ণনা করেছেন। আর তিনি বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য ছিলেন’। [ 45]

৪০. মুহাম্মাদ বিন আলী আছ- ছুরী : বাগদাদের প্রসিদ্ধ ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আলী বিন আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আছ- ছুরী (মৃঃ ৪৪১ হিঃ) বলেছেন,

قل لمن عاند الحديث \* وأضحى عائبا أهله ومن يدعيه

أبعلم تقول هذا، أين لي \* أم بجهل فالجهل خلق السفية

أيعاب الذين هم حفظوا \* الدين من الترهات والتمويه-

‘হাদীছের সাথে শত্রুতা পোষণকারী এবং আহলেহাদীছদেরকে দোষারোপকারীদেরকে বলে দাও! আমাকে বল যে, তুমি কি জেনে- বুঝে নাকি অজ্ঞতাবশে এমনটি বলছ? আর অজ্ঞতা তো নির্বোধের স্বভাব। তাদেরকে কি দোষারোপ করা যায়, যারা দীনকে বাতিল ও ভিত্তিহীন কথাবার্তা থেকে হেফাযত করেছে?’ [ 46]

৪১. সুযুত্বী : يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أَنْاسٍ بِإِمَامِهِمْ (স্মরণ কর) যেদিন আমরা প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তাদের নেতা (অর্থাৎ নবী অথবা আমলনামা সহ) আহ্বান করব’ (বনু ইসরাঈল ৭১) আয়াতের ব্যাখ্যায় জালালুদ্দীন সুযুত্বী (মৃঃ ৯১১ হিঃ) বলেন, ليس لأهل الحديث منقبة أشرف من ذلك لأنه لا إمام لهم غيره- ‘আহলেহাদীছদের জন্য এর চাইতে অধিক ফযীলতপূর্ণ বক্তব্য আর নেই। কেননা মুহাম্মাদ (ছাঃ) ছাড়া আহলেহাদীছদের কোন ইমাম নেই’। [ 47]

৪২. ক্বিয়ামুস সুন্নাহ : ক্বিয়ামুস সুন্নাহ (হাদীছের ভিত্তি) খ্যাত ইসমাইল বিন মুহাম্মাদ ইবনুল ফযল (মৃঃ ৫৩৫ হিঃ) ইস্পাহানী বলেছেন, ذكر أهل الحديث وأنهم الفرقة الظاهرة على الحق إلى أن تقوم الساعة- ‘আহলেহাদীছদের বর্ণনা। আর এরাই ক্বিয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত হকের উপরে বিজয়ী থাকবে’। [ 48]

৪৩. রামহুরমুযী : কাযী হাসান বিন আব্দুর রহমান বিন খাল্লাদ আর- রামহুরমুযী (মৃঃ ৩৬০ হিঃ) বলেছেন, وقد شرف الله الحديث وفضل أهله ‘আল্লাহ হাদীছ ও আহলেহাদীছদেরকে সম্মান ও মর্যাদা দান করেছেন’। [ 49]

৪৪. হাফছ বিন গিয়াছ : হাফছ বিন গিয়াছ (মৃঃ ১৯৪ হিঃ)- কে আছহাবুল হাদীছ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, هم خير أهل الدنيا 'তারা (আহলেহাদীছ) দুনিয়ার মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি'। [ 50]

৪৫. নাছর বিন ইবরাহীম আল- মাক্কেসী : আবুল ফাতহ নাছর বিন ইবরাহীম আল- মাক্কেসী (মৃঃ ৪৯০ হিঃ) লিখেছেন, باب فضيلة أهل الحديث, 'আহলেহাদীছদের মর্যাদা সম্পর্কে অনুচ্ছেদ'। [ 51]

৪৬. ইবনু মুফলিহ : আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন মুফলিহ আল- মাক্কেসী (মৃঃ ৭৬৩ হিঃ) বলেছেন, أهل الحديث هم الطائفة الناجية القائمون على الحق- 'আহলেহাদীছরাই মুক্তিপ্রাপ্ত দল। যারা হকের উপরে প্রতিষ্ঠিত আছেন'। [ 52]

৪৭. আল- আমীর আল- ইয়ামানী : মুহাম্মাদ বিন ইসমাইল আল- আমীর আল- ইয়ামানী (মৃঃ ১১৮২ হিঃ) বলেছেন, عليك بأصحاب الحديث الأفاضل تجد عندهم كل الهدى والفضائل- 'মর্যাদাবান আহলেহাদীছদেরকে অঁকড়ে ধরবে। তুমি তাদের নিকটে সব ধরনের হেদায়াত ও গুণাবলী পাবে'। [ 53]

৪৮. ইবনুছ ছালাহ : ছহীহ হাদীছের সংজ্ঞা প্রদানের পরে হাফেয ইবনুছ ছালাহ আশ- শাহরাযুরী (মৃঃ ৮০৬ হিঃ) লিখেছেন, فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث, 'এটি ঐ হাদীছ, যাকে ছহীহ হিসাবে স্বীকৃতি প্রদানের ক্ষেত্রে আহলেহাদীছদের মাঝে কোন মতভেদ নেই'। [ 54]

৪৯. আছ- ছাবুনী : আবু ইসমাইল আব্দুর রহমান বিন ইসমাইল আছ- ছাবুনী (মৃঃ ৪৪৯ হিঃ) عقيدة السلف أصحاب الحديث 'সাল্লাফ : আহলেহাদীছদের আকীদা' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। এতে তিনি বলেছেন, ويعتقد أهل الحديث ويشهدون أن الله سبحانه وتعالى فوق سبع سموات على عرشه- 'আহলেহাদীছগণ এ আকীদা পোষণ করেন এবং (এ কথার) সাক্ষ্য প্রদান করেন যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তা'আলা সাত আসমানের উপরে তাঁর আরশের উপরে রয়েছেন'। [ 55]

৫০. আব্দুল কাহির আল- বাগদাদী : আবু মানছুর আব্দুল কাহির বিন ত্বাহের বিন মুহাম্মাদ আল- বাগদাদী (মৃঃ ৪২৯ হিঃ) সিরিয়া ও অন্যান্য অঞ্চলের সীমান্তবর্তী অধিবাসীদের সম্পর্কে বলেছেন, كلهم على مذهب أهل الحديث من أهل السنة 'তারা সকলেই আহলুস সুন্নাহ- এর মধ্য থেকে আহলুল হাদীছ- এর মাযহাবের উপরে আছেন'। [ 56]

উক্ত ৫০টি উদ্ধৃতি দ্বারা প্রমাণিত হ'ল যে, মুহাজির, আনছার এবং আহলে সুন্নাহ- এর মতই মুসলমানদের অন্যতম গুণবাচক নাম ও উপাধি হ'ল 'আহলেহাদীছ'। এই (আহলেহাদীছ) উপাধিটি জায়েয হওয়ার ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহর ইজমা রয়েছে। কোন একজন ইমামও আহলেহাদীছ নাম ও উপাধিকে কখনো ভুল, নাজায়েয বা বিদ'আত বলেননি। এজন্য কতিপয় খারেজী এবং তাদের দ্বারা প্রভাবিত ব্যক্তিদের আহলেহাদীছ নামটিকে অপসন্দ করা, এটাকে বিদ'আত এবং দলবাজি বলে আখ্যায়িত করে হাসি- ঠাট্টা করা আসলে সকল মুহাদ্দিছ এবং মুসলিম উম্মাহর ইজমার বিরোধিতা করার শামিল। [ 57]

এগুলো ব্যতীত আরো অসংখ্য উদ্ধৃতি রয়েছে। যেগুলোর দ্বারা 'আহলুল হাদীছ' বা 'আছহাবুল হাদীছ' প্রভৃতি গুণবাচক নামসমূহের প্রমাণ পাওয়া যায়। সম্মানিত মুহাদ্দিছগণের উক্ত সুস্পষ্ট বক্তব্য সমূহ ও ইজমা দ্বারা প্রমাণিত হ'ল যে, আহলেহাদীছ ঐ সকল ছহীহ আকীদা সম্পন্ন মুহাদ্দিছ ও সাধারণ জনগণের উপাধি, যারা তাক্বলীদ ছাড়াই সাল্লাফে ছালেহীনের বুঝের আলোকে কুরআন ও সুন্নাহর উপরে আমল করেন। আর তাদের আকীদা সম্পূর্ণরূপে কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার অনুকূলে। স্মর্তব্য যে, আহলেহাদীছ ও আহলে সুন্নাহ একই দলের গুণবাচক নাম।

কতিপয় বিদ'আতী একথা বলে যে, শুধু মুহাদ্দিছগণকেই 'আহলেহাদীছ' বলা হয়ে থাকে। চাই তিনি (মুহাদ্দিছ) আহলে সুন্নাহের মধ্য থেকে হোন বা বিদ'আতীদের মধ্য থেকে হোন। তাদের এ বক্তব্য সাল্লাফে ছালেহীনের বুঝের বিপরীত হওয়ার কারণে পরিত্যাজ্য। বিদ'আতীদের উক্ত বক্তব্য দ্বারা একথা মেনে নেয়া

আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায় যে, পথভ্রষ্ট লোকদেরকেও ‘ত্বায়েফাহ মানছুরাহ’ বলে অভিহিত করতে হবে। অথচ এ ধরনের বক্তব্য বাতিল হওয়ার বিষয়টি সাধারণ জনগণের কাছেও পরিষ্কার। কতিপয় রাবীর ব্যাপারে স্বয়ং মুহাদ্দিছগণ একথা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন যে, তিনি আহলেহাদীছের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। [ 58]

দুনিয়ার প্রত্যেক বিদ‘আতী আহলেহাদীছদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে থাকে। তবে কি প্রত্যেক বিদ‘আতীই নিজের প্রতিও ঘৃণা- বিদ্বেষ পোষণ করে? অতএব হক এটাই যে, ‘আহলেহাদীছ’- এর বৈশিষ্ট্যগত নাম ও উপাধির হকদার স্রেফ দু’শ্রেণীর লোক। ১. হাদীছ বর্ণনাকারীগণ (মুহাদ্দিছগণ)। ২. হাদীছের উপরে আমলকারীগণ (মুহাদ্দিছগণ এবং তাঁদের অনুসারী সাধারণ জনগণ)। হাফেয ইবনু তায়মিয়াহ (৬৬১- ৭২৮ হিঃ) বলছেন, ونحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على سماعه أو كتابته أو روايته بل نعني بهم : كل من كان أحق بحفظه واتباعه باطناً وظاهراً وكذلك أهل القرآن- ومعرفة وفهمه ظاهراً তাদেরকেই বুঝি না যারা হাদীছ শুনেছেন, লিপিবদ্ধ করেছেন বা বর্ণনা করেছেন। বরং আমরা আহলেহাদীছ দ্বারা ঐ সকল ব্যক্তিকে বুঝিয়ে থাকি, যারা হাদীছ মুখস্থকরণ এবং গোপন ও প্রকাশ্যভাবে তার জ্ঞান লাভ ও অনুধাবন এবং অনুসরণ করার অধিক হকদার। অনুরূপভাবে আহলে কুরআনও’। [ 59] হাফেয ইবনে তায়মিয়ার উক্ত বক্তব্য দ্বারা প্রতীয়মান হ’ল যে, আহলেহাদীছ দ্বারা মুহাদ্দিছগণ এবং তাদের অনুসারী সাধারণ জনগণ উদ্দেশ্য।

পরিশেষে নিবেদন এই যে, আহলেহাদীছ কোন বংশানুক্রমিক ফিরক্বা নয়। বরং এটি একটি আদর্শিক জামা‘আত। প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি আহলেহাদীছ, যিনি কুরআন, হাদীছ ও ইজমার উপরে সালাফে ছালেহীনের বুকের আলোকে আমল করেন এবং এর উপরেই স্থায়ী বিশ্বাস পোষণ করেন। আর নিজেকে আহলেহাদীছ (আহলে সুন্নাহ) বলার অর্থ আদৌ এটা নয় যে, এখন এই ব্যক্তি জান্নাতী হয়ে গেছে। এখন নেক আমল সমূহ বর্জন, প্রবৃত্তির অনুসরণ এবং নিজের মন মতো জীবন যাপন করা যাবে। বরং ঐ ব্যক্তিই সফলকাম, যিনি আহলেহাদীছ (আহলে সুন্নাহ) নামের মর্যাদা রক্ষা করে স্থায়ী পূর্বসূরীদের মতো কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী জীবন যাপন করবেন। প্রকাশ থাকে যে, মুক্তির জন্য কেবল নামের লেবেলই যথেষ্ট নয়। বরং হৃদয় ও মস্তিষ্কের পবিত্রতা এবং ঈমান ও আক্বীদার পরিশুদ্ধিতার সাথে সাথে সৎ কর্ম সমূহের উপরেই কেবল নাজাত নির্ভরশীল। এরূপ ব্যক্তিই আল্লাহর অনুগ্রহে চিরস্থায়ী মুক্তির হকদার হবে ইনশাআল্লাহ।

[ চলবে]

\* সৈয়দপুর, নীলফামারী।

[ 1] . খতীব বাগদাদী, মাসআলাতুল ইহতিজাজ বিশ- শাফেঈ, পৃঃ ৪৭, সনদ ছহীহ; আল- হুজ্জাহ ফী বায়ানিল মাহাজ্জাহ, ১/২৪৬।

[ 2] . আত- তারীখুল কাবীর, ৬/৪২৯; আয- যু‘আফাউছ ছাগীর, পৃঃ ২৮১।

[ 3] . ছহীহ মুসলিম, ভূমিকা, পৃঃ ৬ (প্রথম অনুচ্ছেদের আগে); অন্য আরেকটি সংস্করণ, ১/৫।

[ 4] . ঐ।

[ 5] . ছহীহ মুসলিম, ভূমিকা, পৃঃ ২২, ‘মু‘আন‘আন’ হাদীছ দ্বারা দলীল পেশ করার বিশুদ্ধতা’ অনুচ্ছেদ; অন্য আরেকটি সংস্করণ, ১/২৬; তৃতীয় আরেকটি সংস্করণ, ১/২৩।

- [ 6] . ইমাম বায়হাকী, আস-সুনানুল কুবরা, ১/২৬০, সনদ ছহীহ।
- [ 7] . খতীব বাগদাদী, শারফু আছহাবিল হাদীছ, পৃঃ ৮৫, সনদ ছহীহ।
- [ 8] . হাকেম, মা'রিফাতুল উলুমিল হাদীছ, পৃঃ ২, হা/২, সনদ হাসান; ইবনু হাজার আসকালানী এটিকে ছহীহ বলেছেন।  
দ্রঃ ফাৎহুল বারী, ১৩/২৯৩, হা/৭৩১১-এর ব্যাখ্যা।
- [ 9] . মুসনাদু আলী ইবনুল জা'দ, হা/১৩৫৪, ১/৫৯৪; সনদ ছহীহ; আরেকটি সংস্করণের হাদীছ নং ১৩১৪; ইবনু আবী  
হাতিম, আল-জারহ ওয়াত তা'দীল, ৪/১২৫, সনদ ছহীহ।
- [ 10] . আল-জারহ ওয়াত তা'দীল, ৬/৩০৩, সনদ ছহীহ।
- [ 11] . তিরমিযী, হা/৮৮।
- [ 12] . রিসালাতু আবী দাউদ ইলা মাক্কা ফী ওয়াছফি সুনানিহি, পৃঃ ৩০; পান্ডুলিপি, পৃঃ ১।
- [ 13] . নাসাঈ, হা/৪১৪৭, ৭/১৩৫; আত-তা'লীকাতুস সালাফিইয়াহ, হা/৪১৫২। [এখানে হাদীছকে অস্বীকারকারী  
প্রচলিত 'আহলে কুরআন' নামক ভ্রান্ত দলটিকে বুঝানো হয়নি। আর যারা হাদীছকে অস্বীকার করে তাদেরকে আহলে কুরআন বলে  
সম্বোধন করাও ঠিক নয়। কারণ তারা কুরআনের অনুসরণ করে না; বরং তারা প্রত্নিপূজারী-অনুবাদক]।
- [ 14] . ছহীহ ইবনে খুযায়মাহ, হা/৩১, ১/২১।
- [ 15] . ছহীহ ইবনে হিব্বান, আল-ইহসান, হা/৫৬৬; আরেকটি সংস্করণ, হা/৫৬৫; [যারা মহান আল্লাহর  
ছিফাতসমূহকে অস্বীকার করে তাদেরকে মু'আভিলা বলা হয়।-অনুবাদক]।
- [ 16] . ছহীহ ইবনে হিব্বান, আল-ইহসান, হা/৬১২৯; অন্য আরেকটি সংস্করণ, হা/৬১৬২; আরো দেখুন : আল-  
ইহসান, ১/১৪০, ৬১ নং হাদীছের পূর্বে।
- [ 17] . মুসনাদু আবী 'আওয়ানাহ, ১/৪৯।
- [ 18] . মা'রিফাতুহু ছিক্রাত, ১/৪১৭; নং ৬৩১; আরেকটি সংস্করণের নং ৫৭৭।
- [ 19] . আল-মুস্তাদরাক, হা/৭১০, ১/১৯৮।
- [ 20] . দেখুন: মাসিক 'আল-হাদীছ', ৯ম সংখ্যা, পৃঃ ৪-২৮।
- [ 21] . আল জারহ ওয়াত তা'দীল, ১/৬০, সনদ ছহীহ।
- [ 22] . ইবনে আদী, আল-কামিল, ১/২৭১; আরেকটি সংস্করণ, ১/৪৪০, সনদ ছহীহ।
- [ 23] . কিতাবুল মারাসীল, পৃঃ ১৯২, অনুচ্ছেদ ৭০৩।
- [ 24] . আবু ওবাইদ, কিতাবুত তুহুর, পৃঃ ১৭৪; ইবনুল মুনিযির, আল-আওসাত, ১/২৬৫।
- [ 25] . মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন আল-আজুরী, কিতাবুশ শরী'আহ, পৃঃ ৯৭৫, সনদ ছহীহ।
- [ 26] . আল-আহাদ ওয়াল মাছানী, ১/৪২৮, হা/৬০৪।



- [ 27] . ইবনে শাহীন, তারীখু আসমাইছ হিক্রাত, হা/১০৮৪।
- [ 28] . আহওয়ালুর রিজাল, পৃঃ ৪৩, রাবী নং ১০। আরো দেখুন : পৃঃ ২১৪।
- [ 29] . মা'রিফাতু উলুমিল হাদীছ, পৃঃ ৪, নং ৬, সনদ ছহীহ।
- [ 30] . তিরমিযী, হা/২২২৯; আরিয়াতুল আহওয়াযী, ৯/৭৪।
- [ 31] . শারফু আছহাবিল হাদীছ, হা/১৪৩, সনদ ছহীহ।
- [ 32] . বায়হাকী, কিতাবুল ই'তিকাদ ওয়াল হিদায়াহ ইলা সাবীলির রাশাদ, পৃঃ ১৮০।
- [ 33] . মুহাম্মাদ বিন জিবরীল আন- নিসবী, কিতাবুল মু'জাম, ১/৪৬৯, নং ১২১।
- [ 34] . তারীখু বাগদাদ, ১/২২৪, নং ৫১।
- [ 35] . আল- মুস্তাখরাজ আলা ছহীহ মুসলিম, ১/৬৭, অনুচ্ছেদ ৮৯।
- [ 36] . হিলয়াতুল আওলিয়া, ৯/১১২।
- [ 37] . দেখুন: আল- আওসাতু, ২/৩০৭, হা/৯১৫- এর আলোচনা।
- [ 38] . আশ- শারী'আহ, পৃঃ ৩; অন্য আরেকটি সংস্করণ, পৃঃ ৭।
- [ 39] . আত- তামহীদ, ১/১৬।
- [ 40] . মাজমুউ ফাতাওয়া, ২০/৪০।
- [ 41] . আস- সুনানুল আবয়ান, পৃঃ ১১৯, ১২৪।
- [ 42] . আল- কাফিয়াতুশ শাফিয়াহ ফিল ইনতিহার লিল ফিরক্বাতিন নাজিয়াহ, পৃঃ ১৯৯, 'নিশ্চয়ই আহলেহাদীছরাই রাসূল (হাঃ)- এর সাহায্যকারী এবং তাদের বৈশিষ্ট্য' অনুচ্ছেদ।
- [ 43] . ইবনে কাছীর, ৪/১৬৪।
- [ 44] . তারীখু বাগদাদ, ১২/৪৪১, নং ৬৯১০, সনদ হাসান।
- [ 45] . সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১৪/৪৩৮। আল- হামাদানীর দ্বারা দলীল গ্রহণ করা সঠিক। কারণ যাহাবী তার কিতাব হ'তে বর্ণনা করেন।
- [ 46] . যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফফায, ৩/১১১৭, নং ১০০২, সনদ হাসান; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১৭/৬৩১; ইবনুল জাওয়ী, আল- মুস্তাযাম, ১৫/৩২৪।
- [ 47] . তাদরীবুর রাবী, ২/১২৬, ২৭তম প্রকার।
- [ 48] . আল- হুজ্জাহ ফী বায়ানিল মাহাজ্জাহ ওয়া শারহু আক্বীদাতি আহলিস সুন্নাহ, ১/২৪৬।

[ 49] . আল- মুহাদ্দিছুল ফাছিল বাইনার রাবী ওয়াল ওয়া'ঈ, পৃঃ ১৫৯, নং ১।

[ 50] . মা'রিফাতুল উলুমিল হাদীছ, পৃঃ ৩, হা/৩, সনদ ছহীহ।

[ 51] . আল- হুজ্জাতুল 'আলা তারিকিল মাহাজ্জাহ, ১/৩২৫।

[ 52] . আল- আদাবুশ শারঈয়াহ, ১/২১১।

[ 53] . আর- রাওয়াল বাসিম ফিয় যাবিব আন সুন্নাতি আবিল কাসিম, ১/১৪৬।

[ 54] . মুকাদ্দামা ইবনুহু ছালাহ (ইরাকীর ব্যাখ্যা সহ), পৃঃ ২০।

[ 55] . আক্বীদাতুস সালাফ আছহাবিল হাদীছ, পৃঃ ১৪।

[ 56] . উছলুদ দ্বীন, পৃঃ ৩১৭।

[ 57] . এই সাথে পাঠ করুন বিগত যুগের ৩০৪ জন শ্রেষ্ঠ আহলেহাদীছ বিদ্বানগণের তালিকা মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল- গালিব বিরচিত ডক্টরেট থিসিস 'আহলেহাদীছ আন্দোলন : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ' পৃঃ ৫০- ৫২ এবং ৬৬- ৭৩।- অনুবাদক।

[ 58] . ৫, ২১ ও ২৮ নং উদ্ধৃতি দ্রঃ।

[ 59] . ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমু' ফাতাওয়া, ৪/৯৫।

11. .

আল্লাহ তাআলা মানুষ সৃষ্টি করেছেন তার ইবাদতের উদ্দেশ্যে। বিশেষ হেকমতের কারণেই মানুষকে দুটি শ্রেণীভুক্ত করে সৃষ্টি করেছেন। পুরুষ ও মহিলা। তারা মানুষ হিসেবে সমান। তাদের মাঝে মানুষ হিসেবে কোন তারতম্য নেই। তবে শারীরিক গঠন,সক্ষমতা, আকর্ষণ-বিকর্ষণ,নিরাপত্তা এবং সতর ও পর্দা সহ বেশ কিছু বিষয়ে বড় রকমের পার্থক্য রয়েছে। পার্থক্যের এ দিকটিকে বাহ্যিক জীবন যাপনে যেমন গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তেমনি ইবাদতের ক্ষেত্রেও কোন কোন পর্যায়ে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। ওইসব ইবাদতের অন্যতম হল নামায।

দেখা যাচ্ছে অধিকাংশ মাসআলায় পুরুষ ও মহিলার হুকুম এক; কিন্তু এমন অনেক মাসআলা রয়েছে যেখানে মহিলাদের হুকুম পুরুষদের থেকে ভিন্ন। আর সেক্ষেত্রে কারো মাঝেই কোন মতভেদ নেই। যেমন:

১. মহিলাদের জন্য পথথরচ ছাড়াও হজ্জের সফরে স্বামী বা মাহরাম পুরুষের উপস্থিতি শর্ত।
২. ইহরাম অবস্থায় পুরুষের জন্য মাথা ঢাকা নিষেধ; অথচ মহিলাদের জন্য ইহরাম অবস্থায়ও মাথা ঢেকে রাখা ফরয।

৩. ইহরাম খোলার সময় পুরুষ মাথা মুন্ডাবে; কিন্তু মহিলার মাথা মুন্ডানো নিষেধ।

৪. হজ পালনের সময় পুরুষ উচু আওয়াজে 'তালবিয়া' অর্থাৎ "লাব্বাইকাল্লাহুম্মা লাব্বাইক" পাঠ করে; অথচ মহিলার জন্য নিম্ন আওয়াজে পড়া জরুরি।

এই সব মাসআলার মতই নামাযের বেশ কিছু আহকামে পুরুষ ও মহিলার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। যেমন:

১. ইমাম ও খতীব পুরুষই হতে পারে। মহিলা ইমাম ও খতীব হতে পারে না।

২. আযান শুধু পুরুষই দেয়; মহিলাকে মুয়াজ্জিন বানানো জায়েয নয়।

৩. ইকামত শুধু পুরুষই দেয়; মহিলা নয়।

৪. পুরুষের জন্য (ফরজ নামাযের) জামাআত সুন্নতে মুয়াক্কাদা; অথচ মহিলাকে মসজিদ ও জামাআতের পরিবর্তে ঘরের ভেতরে (فقر البيت) নামায পড়ার হুকুম করা হয়েছে।

৫. সতরের মাসআলায় পুরুষ ও মহিলার মাঝে পার্থক্য রয়েছে; সে কথা বলাই বাহুল্য।

৬. জুমার নামায শুধু পুরুষের উপর ফরয; মহিলার উপর নয় ইত্যাদি।

আমরা চার ধরনের দলীলের আলোকে কিছু কিছু ক্ষেত্রে মহিলাদের নামাযের পদ্ধতি পুরুষদের থেকে ভিন্ন হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট করে তোলার প্রয়াস পাব ইন-শা-আল্লাহ। ১. হাদীস শরীফের আলোকে। ২. নবীজীর সাহাবায় কেরামের বক্তব্য ও কর্মের আলোকে। ৩. তাবেরী ইমামগণের ঐক্যমত্যের (ইজমা) আলোকে। ৪. চার ইমামের ঐক্যমত্যের আলোকে।

এ সংক্রান্ত দলিলভিত্তিক বিস্তারিত জানতে পড়ুন: নবীজীর নামায, সম্পাদনা ও ভূমিকা: মাওলানা আব্দুল মালেক ছাহেব  
 দাঃ বাঃ মুমতাজ লাইব্রেরী পৃঃ ৩৭৫-৩৯৭।  
 পুরুষ এবং মহিলা হাত কতটুকু পর্যন্ত উঠাবে  
 দলিল: ১

হযরত ওয়াইল ইবনে হজর (রাঃ) বলেন যে, আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “ওয়াইল ইবনে হজর! তুমি যখন নামায আদায় কর তখন নিজের হাত কে কান বরাবর উঠাও। এবং মহিলাদের জন্য বললেন যে, তারা নিজেদের হাত বুক (ছাতী) বরাবর হাত উঠাবে”। (আল মু'জামুল কাবীর লিত তাবারানী খন্ড

ঃ ১, পৃঃ ১৪৪, হাদীস নাস্বার ১৭৪৯৭)  
 পুরুষ এবং মহিলার রুকু করার ক্ষেত্রে পার্থক্য  
 দলিল :

২ তাবেরী হযরত সালেমুল বারাদী (রহঃ) বলেন যে, আমরা আবু মাসউদ উকবা বিন আমের আনসারী (রাঃ) এর নিকট আসলাম। আমরা বললাম যে, আমাদের কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযের ব্যাপারে বলুন। তিনি মসজিদে আমাদের সামনে দাড়িয়ে গেলেন, অতঃপর তাকবীর বললেন। অতঃপর যখন রুকু করলেন তখন নিজের হাতদ্বয় কে হাঁটুর উপর রাখলেন এবং আগুলগুলোকে তার নিচে রাখলেন। এবং কণ্ঠদ্বয় কে নিজের পার্শ্বদেশ হতে দূরে রাখলেন। (সুনানে আবু দাউদ খন্ড ঃ ১, পৃঃ ১৩৩ “باب من لا يقيم صلبه في الركوع السجود”)  
 দলিল :

৩ গাইরে মুকাল্লিদ আলেম আবু মুহাম্মদ আব্দুল হক হাছেমী রুকু,সিজদা,বৈঠক আদায়ের পার্থক্যের উপর একটি রেসাল “نصب العمود في مسئلة تجافي المرأة في الركوع و السجود والقعود” তাতে (এ বিষয়ে) ইবনে হাযাম যাহেরী এবং জমহুর উলামাদের অবস্থান বর্ণনা করে বলেন: “عندي بالاختيار قول من قال: ان المرأة لا تجافي في الركوع.... لان ذلك استر لها”  
 অনুবাদ: আমার মতে এসকল উলামাদের মায়হাব অগ্রগন্য, যারা ইহা বলেন যে, মেয়েলোক রুকুতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কে ছড়িয়ে/ প্রশস্ত করবে না। কারন, এ অবস্থা (প্রশস্ত না করা) তার শরীরকে বেশি পর্দায় রাখে/গোপন রাখে। (পৃঃ ৫২)

পুরুষ এবং মহিলার সিজদা আদায়ের (পদ্ধতিগত) পার্থক্য  
 দলিল :

৪ হযরত আবয হুমাইদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সিজদা করতেন তখন পেট কে রানের একদম মিলাতেন না। (আস সুনানুল কুবরা লিল বাযহাকী খন্ড ঃ ২, পৃঃ ১১৫)

দলিল :

৫ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ “মেয়েলোক যখন সিজদা করে তখন নিজের পেট কে রানের সাথে মিলিয়ে রাখবে। কেননা, এই অবস্থা তার শরীরকে বেশি গোপন রাখে। এবং আল্লাহ তা'আলা মেয়েলোকের এ অবস্থা দেখে বলেন, হে আমার ফেরেশতারা! আমি তোমাদের সাক্ষী বানাচ্ছি যে, আমি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছি।” (আল কামিল লি ইবনে আদী খন্ড ঃ ২, পৃঃ ৬৩১)

দলিল :

৬ তাবেরী হযরত মুজাহিদ (রহঃ) ইহা অপছন্দ করতেন যে, পুরুষ সিজদা করার সময় নিজের পেট কে রানের উপর রাখবে। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা খন্ড ঃ ১, পৃঃ ৩০২, “باب المرأة كيف تكون في السجودها”)

দলিল :

৭ তাবেরী হযরত আবু ইসহাক (রহঃ) বলেন, হযরত বারা বিন আযেব (রাঃ) আমাদের কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিজদা আদায়ের পদ্ধতি দেখিয়েছেন। এমনভাবে তিনি (রাঃ) নিজের হাতদ্বয় কে যমীনের উপর রাখলেন এবং নিজের নিতম্বকে উচু করলেন এবং বললেন যে, নবীজী (সাঃ) এভাবেই সিজদা করতেন। (সুনানে আবু দাউদ খন্ড ঃ ১, পৃঃ ১৩৭, সুনানে নাসাঈ খন্ড ঃ ১, পৃঃ ১৬৬)

দলিল :

৮ তাবেরী হযরত হাসান বসরী (রহঃ) এবং তাবেরী হযরত কাতাদা (রহঃ) বলেন, মেয়েলোক যখন সিজদা করে তো

যতটুকু গুটানো সম্ভব হয় গুটাতে চেষ্টা করবে। এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে প্রশংসা করবে না। যাতে তার নিতম্ব উচু না হয়। (মুসল্লাফে আব্দুর রাজ্জাক খন্ড:৩, পৃ:১৩৭)

দলিল : ৯  
হযরত মাইমুনা (রা:) বর্ণনা করেন যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সিজদা করতেন তখন নিজের বাহু যমীনে এবং পেট কে রান হতে এত দূরে রাখতেন যে, যদি বকরীর বাচ্চা নিচ দিয়ে যেতে চাইতো তো যেতে পারতো। (সুনানে নাসাঈ খন্ড ১ পৃ:১৬৭ বাবুত তুজাফী ফিস সুজুদ)

উস্মতের স্বীকৃত ফকিহগন এ বিষয়ে একমত যে, মহিলাদের সিজদার পদ্ধতি পুরুষদের বিপরীত। মহিলারা সতরের প্রতি অধিক যত্নেবান হয়ে সিজদা করবে। শরীরের এক অংশ অন্য অংশের সাথে যতদূর সম্ভব মিলিয়ে রাখবে এবং শরীর যমিনের সাথে মিশিয়ে রাখবে যাতে সতরের দিকটা বেশি থেকে বেশি প্রাধান্য পায়। কারন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাদের বলেছেন, যখন সিজদা করবে তখন শরীর যমিনের সাথে মিলিয়ে দিবে। কেননা এক্ষেত্রে মহিলারা পুরুষের মতো নয়। (সুনানে আবু দাউদ, মারাসিল অংশ ৮০) (বিস্তারিত ও দলিলভিত্তিক: নবীজীর নামায, সম্পাদনা ও ভূমিকা: মাওলানা আব্দুল মালেক ছাহেব দাঃ বাঃ মুমতায় লাইব্রেরী পৃ:৩৯৩-৩৯৭)

পুরুষ এবং মহিলা বসার ক্ষেত্রে পার্থক্য  
দলিল : ১০

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা:) বলেন, “নামাযে বসার সুন্নত পদ্ধতি এই যে, আপনি ডান পা কে খাড়া রাখুন এবং বাম পা কে বিছিয়ে দিন।” (আস সহীহ লিল বুখারী খন্ড:১, পৃ:১১৪, বাবু সুন্নাতিল জুলুসি ফিত তাশাহহুদ)

দলিল নং : ১১

হযরত আয়েশা (রা:) বলেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের বাম পা কে বিছিয়ে দিতেন এবং নিজের ডান পা কে খাড়া রাখতেন। (আস সহীহ লিল মুসলিম খন্ড:১, পৃ:১৯৫, বাবু সিফাতিল জুলুসি বাইনাস সিজদাতাইনি ওয়াফিত তাশাহহুদিল আওয়াল)

দলিল : ১২

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা:) হতে জানতে চাওয়া হল যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় মেয়েরা কিভাবে নামায আদায় করতেন? তিনি জবাব দিলেন যে, তারা পূর্বে বসার সময় চারজানু হয়ে বসতেন। অতঃপর তাদের হুকুম দেওয়া হল যেন নিজেদের নিতম্বের উপর বসে। (জামেউল মাসানীদ খন্ড :১, পৃ:৪০০)

মসজিদ এবং ঘর কে কোন স্থানে নামায আদায় করবে?

দলিল : ১৩

হযরত আবু হুরায়রা (রা:) বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন: ইমামের পিছনে নামায আদায় করা একা আদায় করা নামায হতে পঁচিশ গুন বেশি ফযীলত রাখে। (আস সহীহ লিল মুসলিম খন্ড: ১, পৃ:২৩১)

দলিল : ১৪

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা:) বলেন যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: মেয়েলোকের একা নামায আদায় করা তার জামাআতের সাথে আদায় করা নামায হতে পঁচিশ গুন বেশি ফযীলত রাখে। (আত তাইসীরুশ শারহ লিজামিঈস সগীর লিলমানাউই খন্ড:২ পৃ: ১৯৫, জামিউল আহাদীস লিস সুয়ুতী খন্ড: ১৩, পৃ: ৪৯৭, হাদীস

দলিল : ১৫

হযরত আবু হুমাইদ সাঈদী (রা:) এর স্ত্রী উম্মে হুমাইদ (রা:) নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হলেন এবং বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায আদায় করা পছন্দ করি। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: আমি জানি যে, তুমি আমার সাথে নামায আদায় করতে পছন্দ কর। তোমার নিজের গৃহে নামায আদায় করা তোমার হজরায় নামায আদায় করা হতে উত্তম। এবং তোমার হজরায় নামায আদায় করা তোমার বাড়ীর চার দেওয়ালের ভিতরে নামায আদায় করা হতে উত্তম। বাড়ীর সীমানার ভিতর আদায় করা তোমার কওমের (এলাকার?) মসজিদে আদায় করা হতে উত্তম। এবং কওমের (এলাকার?) মসজিদে আদায় করা আমার মসজিদে আদায় করা হতে উত্তম। হযরত উম্মে হুমাইদ (রা:) (হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বুঝতে চাচ্ছেন তা বুঝে) নিজের ঘরওয়ালাদের আদেশ করলেন, ফলে তার জন্য ঘরের অদূরে একটি (তারীক) একদম কোণে নামাযের স্থান বানিয়ে দেওয়া হল। তিনি তার

মৃত্যু পর্যন্ত ঐ স্থানেই নামায আদায় করতে থাকলেন। (আত তারগীব ওয়াত তারহীব লিল মুনযিরী খন্ড ঃ ১, পৃ: ২২৫, বাবু তারগীবিন নিসা ই ফিস সালাতী ফি বুয়ুতিহিন্না ওয়ালুযুমিহা ওয়াতারহীবহিন্না মিনাল খুরুজী মিনহা) হানাফী মাযহাবে মহিলাদের নামাযে সিজদা করার বিষয়ে যে পদ্ধতি রয়েছে তা চার মাযহাবেই স্বীকৃত। এই মাসআলায় স্বীকৃত ও অনুসৃত (সহজ বাংলা?) মাযহাবগুলোর মধ্যে কোন মতভেদ নেই। এই পদ্ধতিটি হাদীস শরীফ, সাহাবা-তাবেয়ীনের রুতওয়া এবং ফিকহের ইমামদের ঐক্যমত (ইজমা) দ্বারা প্রমাণিত। সুতরাং এই স্বীকৃত পদ্ধতিকে ভুল আখ্যা দেওয়া এবং মহিলাদেরকে পুরুষদের মতো সিজদা করতে বলা সম্পূর্ণ ভুল এবং সুন্নাহ পরিপন্থী।  
বিস্তারিত ও দলিলভিত্তিক : নবীজীর নামায, সম্পাদনা ও ভূমিকা: মাওলানা আব্দুল মালেক ছাহেব দাঃ বাঃ মুমতায় লাইব্রেরী

পৃ: ৩৯৩।

পুরুষ এবং মহিলার নামায আদায়ের পার্থক্য এবং চার ফকীহ ইমামগণ  
১. ইমামে আ'যম আবু হানীফা (রহঃ) বলেন যে, মেয়েলোক হাতদ্বয় কে নিজের কাঁধ পর্যন্ত তুলবে কারন, এতে বেশি পর্দা হয়। (আল হিদায়াতু ফিল ফিকহীল হানাফী খন্ড ঃ ১, পৃ ঃ ৮৪, বাবু সিকাতিস সালাত আরও বলেন: মেয়েলোক সিজদায় নিজের শরীর কে (পাসত) নিচু রাখবে এবং নিজের পেট কে রানের সাথে মিলাবে কারন, এই (পদ্ধতি) তার শরীর কে বেশি গোপন রাখে। (আল হিদায়াতু ফিল ফিকহীল হানাফী খন্ড ঃ ১, পৃ ঃ ৯২)

২. ইমাম মালেক বিন আনাস (রহঃ) বলেন: মেয়েলোকের নামাযের ধরন পুরুষের নামাযের মত, কিন্তু মেয়েলোক নিজেকে গুটিয়ে নামায আদায় করবে। নিজের রান এবং পার্শ্বদেশ “বায়ু”/পেটের মাঝে প্রশস্ততা তথা ফাঁকা রাখবে না; বসার সময়, সিজদার সময়, এবং নামাযের সবকটি অবস্থায়। (রিসালাতু ইবনু আবী যায়েদল কীরওয়ানীল মালিকী পৃ: ৩৪)

৩. ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইদ্রীস আশ শাফী (রহঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা মেয়েদের কে পর্দা-পুশিদার আদব শিখিয়েছেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এই আদবই শিক্ষা দিয়েছেন। ঐই আদবের উপর ভিত্তি করে আমি মেয়েলোকের জন্য পছন্দ করি যে, সে সিজদার মধ্যে নিজের এক অঙ্গকে অপর অঙ্গের সাথে মিলিয়ে রাখে এবং নিজের পেটকে রানের সাথে মিলিয়ে সিজদা করে। ইহা তার সতরের গোপন থাকার অধিক উপযোগী। এমনভাবে আমি মেয়েলোকের জন্য রুকু, বৈঠক এবং সম্পূর্ণ নামাযের মধ্যে ইহা পছন্দ করি যে, সে নামায আদায়ের মধ্যে এমন পদ্ধতি অবলম্বন করে যার মধ্যে তার জন্য পর্দা – পুশিদা বেশি হয়। (কিতাবুল উম লিশ শাফী খন্ড ঃ ১, পৃ: ২৮৬ ও ২৮৭, বাবুত তুজাকী ফিস সুজুদ)

৪. ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) বলেন: মেয়েলোক সমস্ত আহকামের মধ্যে পুরুষের ন্যায় কিন্তু রুকু এবং সিজদায় নিজের শরীর কে (সাকেড়) .....করে রাখবে। এবং চারজানু হয়ে বসে অথবা নিজের দুই পা নিজের ডান পাশে বের করে দিয়ে বসে। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) বলেন: মেয়েলোকের নিজের পাদ্রয় নিজের ডান দিকে বের করে দিয়ে বসা আমার নিকট বেশি পছন্দনীয়। (আশ শারহুল কাবীর লি ইবনে কুদামা খন্ড: ১, পৃ: ৫৯৯, আল মুগনী লি ইবনে কুদামা খন্ড: ১, পৃ: ৬৩৫)

পুরুষ এবং মহিলার নামায আদায়ের পার্থক্য বয়ানকারী কয়েকজন মুহাদ্দিসীনে কেরামের নাম

১. ইমাম ইবরাহীম নাখয়ী (রহঃ) মৃত্যু: ৯৬ হিঃ, তিনি কুফার মুহাদ্দিস এবং মুফতী ছিলেন।

২. ইমাম মুজাহিদ (রহঃ) মৃত্যু: ১০২ হিঃ, মক্কার মুহাদ্দিস এবং মুফতী।

৩. ইমাম আমের আশ শা'বী (রহঃ) মৃত্যু: ১০৪ হিঃ, তিনি ৫০০ সাহাবীর সাক্ষাত পেয়েছেন ইহা প্রমাণিত। কুফার অনেক বড় মুহাদ্দিস, ফকীহ, মুফতী এবং জিহাদের ইমাম ছিলেন।

৪. ইমাম হাসান বসরী (রহঃ) মৃত্যু ১১০ হিঃ। বসরার মুহাদ্দিস এবং মুফতী ছিলেন।

৫. ইমাম আতা (রহঃ) মৃত্যু ১১৪ হিঃ। তিনি মক্কার মুহাদ্দিস এবং মুফতী ছিলেন।

মাওলানা আব্দুল হাই লাকনোভী (রহঃ) এর সিদ্ধান্ত

মেয়েদের ব্যাপারে উলামায় কেরাম এই বিষয়ে ঐক্যমত হয়েছেন যে, তার জন্য সীনা পর্যন্ত হাত উঠানো সুন্নত কারন, ইহাতে পর্দার অধিক সহায়ক হয়। (আস সিআয়া খন্ড: ২, পৃ: ১৫৬)

\*(নোট ঃ হাদীস শা'ররে মূলনীতি অনুযায়ী কোন কোন স্থানে দুইটি কিতাবের সূত্র (বর্ণনা) দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় সূত্রের (বর্ণনা) তে কোনটির শব্দ হবাহ প্রথমটির মত হবে আর কোন কোনটিতে শব্দের অল্প কিছু পার্থক্যের সাথে থাকবে।